তোমরা যারা ঘুমোচ্ছ আজ রাতে

তোমরা যারা ঘুমোচ্ছ আজ রাতে
প্রিয়জনের থেকে অনেক দূরে,
ডাইনে বাঁয়ে হাত ঠেকে না হাতে,
ফাঁকা, শুধু ফাঁকাই আকাশ জুড়ে

জেনো, তুমি কক্ষনো নও একা।
জগৎ তোমার অশ্রু -- ভাগীদার,
কার সঙ্গে দু'এক রাতের দেখা,
কার সঙ্গে সারা জীবন পার।

হাওয়া
শুভ্রতার কুচি মেখে সমুদ্র হয়েছে খুব ঘন।
হিমেল বাতাস, সেও ধারালো ও সূক্ষ্ম বড় বেশি।
চিলেরা জেনেছে আজ রাতভর পাথরে ঘুমনো
ডানা চেপে আটকে রাখা তীব্র হাওয়া, হনন - অন্বেষী।
মনের মতন কেউ সঙ্গে নেই, একা, বন্ধুহীন,
বাতাসের বিপরীতে, অর্থাৎ যেমন হয়ে থাকে,
আমি হেঁটে যাই, একাকীত্ব - দ্বীপে অন্তরীণ
হাওয়াকে সন্মান করি, ধাক্কাটুকু যে দেয় আমাকে।

স্বর
মাথার ভেতর শব্দের ছোটাছুটি,
মন্ত্র পড়ছে, --- "চুম্বন। জিটি।
নিজেকে প্রমাণ করো। লড়ো। দাও ধাক্কা।
শেখো। আয় করে । দ্যাখো প্রেমে জিৎ আর কার।"

অন্য একটা স্বরকে ডোবাও অতলে।
স্বেচ্ছায় চুপ, তবু শোনো স্বর কী বলে
"শান্তিতে নাওশ্বাস, আর অন্তত
একবার স্থির দাঁড়াও আমার মতো।"

হ্যান শান মন্দিরের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী
আঙুল ঘুরিয়ে চলে তাঁর অন্ধকার জপমালা
করতাল বেজে ওঠে থেকে, আবার, আবার
পিটপিটিয়ে ওঠে চোখ, সামনে ক্যামেরার আলো জ্বালা

ছবি তোলে একদল ব্যাজার জাপানি ব্যবসাদার।
ওরা চলে গেলে তিনি হাসিমুখে ফেরেন এদিকে,
জানতে চান, --- "আচ্ছা, ভারতীয়রা কি নিঃসম্বল ?
তারা কি সবাই বৌদ্ধ ?" বলতে বলতে যেন জনান্তিকে
বলেন তাদের গল্প, যারা ছিল 'চারজনের দল'।
দশবছর-- "নির্বাসিত ছিলাম" ---সুদূর দৃষ্টিপাতে
গভীর ধ্যানের মধ্যে তাকিয়ে থাকেন কোনও মুখে,
যে মুখ সোনালী, শান্ত, শোকে তাপে নির্বিকার, যাতে
যন্ত্রণা, বয়স, মৃত্যু ধ্বংস, অপমান আছে ঝুঁকে---

তারপর আমায় এই হতভম্ব চোখ দেখে, ফিরে
নিজেকে নামান ফের জাগতিক তুচ্ছতার ভিড়ে।

ভুল
হেসেছি তোমার চোখে চোখ ফেলে, কেননা তোমাকে
ভেবেছি আরেকজন ; তুমি হাসলে ; আর সেই ফাঁকে
দু'জনের মধ্যে কিছু গড়ে ওঠে লাইব্রেরি ঘরে
কিছু, যাকে মনে হয় প্রেমই ; কিন্তু আমার ওপরে
তোমার প্রণয় (যদি তা -ই বলা যায়) ---কী কারণে--
কেননা, আমাকে তুমি অন্য কেউ ভেবেছিলে মনে।

শেষমেশ দু'জনেই বুঝে ফেলি গেছিলাম ফেঁসে
প্রথম সে চাহনিতে, সে প্রথম ভুল হাসি হেসে!

কিছুখন তুমি না হয় রহিলে কাছে
বোসো, একটু কফি খাও ; নাহয় সমস্ত কাজ অপেক্ষা কক একটুখানি।
এখনও তোমার সামনে সারটা জীবন পড়ে, ছাবিবশে পড়েছ তুমি সবে।
না, কোন্য চাতুর্য নয় ; সাদামাটা, সাধারণ কথা বলো, আমি তুলে আনি
কথার উত্তর ঠিক কথাগুলি, কিংবা ধরো, শুধু হেসে উঠি উচচরবে।

পৃথিবী অস্বচ্ছ বড়, যন্ত্রণাদায়ক, আর সুতীব্র, প্রবল।
কুড়িমিনিটের এই দেখা হওয়া --- এটুকুই সমস্ত দিনের সার্থকতা
এইখানে এই রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকা, চতুর্দিকে গ্রাকল্ --এর দল,
পুঁতি পুঁতি চোখ মেলে চেয়ে আছে। দুই ফুট দূরে তুমি, আর কিছু কথা।

দূর থেকে
অনেকটা দূরত্ব থেকে ইচ্ছে রাখি তোমার কুশলে।
তোমাকে কিছুই যেন ভাবিয়ে না তোলে ঘুম ছাড়া।
যেন কখনও না বোঝে কী কী আমি চলেছি না বলে।

কখনও না খাও যেন স্বপ্ন কিংবা সন্দেহের তাড়া।

এই শান্তিহীন দিনে যা লিখেছে আমার কলম
যেন কখনও সেই পৃষ্ঠা পড়ে তোমার নজরে
ততদিন --- যতদিন পরে -ছাপা- হওয়া এই শ্রম
দেখে বলবে, তুমি নয়, ও অন্যের সঙ্গে গল্প করে।

এক্ষুনি
খুব শিগগির মরে যাব, আমি জানি।
আমার রক্তে এ জিনিস প্রবাহিত।
পালানো শক্ত এড়িয়ে এ টানাটানি।
আমারই কোষের রস তার অমৃত।

আমার রাত্রি ভিজিয়ে তোলে সে ঘামে
নিয়ে আসে দিন বেদনায় জরোজরো।
কোন্ হাতে কোন্ ওষুধে এ জ্বর নামে---
শরীর জানে না আরাম কেমনতরো।

প্রেম ছিল সেই অবাক সূত্রপাত
সে-ই বুনেছিল যন্ত্রনা তার বীজে,
ঠিক থাকে যেন ফসলের জমি, জাত---
লাভ সেইমতো নিয়ম বেঁধেছে নিজে।
তাতে তো আমার আরোগ্য নেই। তবু,
সে দেখে আমার নিশ্চিত প্রবণতা।

সে জানে আমার পড়া হয়ে গেছে সব
আর, সে আমাকে মিথ্যেও বলবে না।
আমাকে নয়, সে দেখছে আমার শব।
তার চোখে সেই দৃষ্টি আমার চেনা।

পুরনো বন্ধুর সঙ্গে
পুরনো বন্ধুর সঙ্গে অনেক হেঁটেছি কাল রাতে
যে বাড়িতে আমাদের প্রথম আলাপ, তার পাশে,
পরিচিত প্রতি ঝোপ, প্রতি বাঁক হাতড়াতে হাতড়াতে।
চাঁদ উঠেছিল, তার ভিজে জ্যোৎস্না পড়েছিল ঘাসে।

কারও সঙ্গে দেখা হয়নি যতক্ষণ হেঁটেছি দু'জনে
সহজ বিষাদে। হাতে হাত ধরে রেখেছি যদিও
কথা বলিনিকো। হাত ঠান্ডা হয়ে উঠেছে গোপনে,

তবু হেঁটে গেছি যেন সেটুকুই ছিল করণীয়।

কারও সঙ্গে দেখা হয়নি যতক্ষণ হেঁটেছি দু'জনে
সহজ বিষাদে। হাতে হাত ধরে রেখেছি যদিও
কথা বলিনিকো। হাত ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে গোপনে,
তবু হেঁটে গেছি যেন সেটুকুই ছিল করণীয়।

আমরা তো করিনি কোন্য বাক্য কিংবা অশ্রু বিনিময়।
প্রকাশ করিনি ক্ষোভ মরে আসা চাঁদের আলোতে।
কতটা কী বদলে দিল আমাদর দু'টুকরো সময়
সেসব মাপার মতো ইচ্ছেটাই হচ্ছিল না মোটে।

আলো নিভে গেল। যারা ও বাড়িতে রয়েছে এখন,
ভাড়া গুণে গেছে আর দেখেছে বসন্ত আসে যায়
জীবনে কখনও আর শুধাবে না 'কী'? বা 'কেমন'?
তাদের, যাদের নেই জানার তেমন কোনো দায়।

জিয়াংনিঙে এক রাত
এক গেলাস চা ; আর চাঁদ ;
ব্যাঙ ডাকছে আগাছা জঙ্গলে।
ডানা মুছড়ে বাদুড়ে লাফাল
চাঁদ থেকে পো পো জলে।

দূববর্তী বাতিদের আভা।
ধানকলে ঘর্ঘর আওয়াজ।
একা একা থাকার আরাম।
গন্ধে বুঝি, বৃষ্টি হবে আজ।

বিক্রম শেঠ

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com